"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রতিনিয়ত এই ঈশ্বরীয় নেশায় থাকো যে বাবা আমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন, সবাইকে ফিরে যেতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা এই সময় সবচেয়ে বড় পুণ্য কোনটা যা তোমরা করে থাকো ?

*উত্তরঃ - নিজের সবকিছু শিববাবার কাছে সমর্পণ করে দেওয়া - এটাই হলো সবচেয়ে বড় পুণ্য। সমর্পণ করে সম্পূর্ণ শ্রীমতে চললে অনেক উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

*প্রশ্নঃ - কোন্ সে নতুন কথা যা মানুষের বুদ্ধিতে অতি কষ্টে বসে ?

*উত্তরঃ - শিববাবা যিনি নিরাকার, ব্রহ্মা শরীরে প্রবেশ করেছেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ওঁনার ভূমিকা হল উচ্চ থেকেও উচ্চ, এই নতুন বিষয় অতি কষ্টে মানুষের বুদ্ধিতে বসে।

*গীতঃ- কে এলেন আজ প্রাতেঃ....

ওম্ শান্তি । শিববাবা বসে তাঁর বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা তো বুঝেছে যে শিববাবা নিরাকার আর আমরা আত্মারাও নিরাকার। তাদেরকেই বসে বোঝান। এই যুক্তি একমাত্র বাবার কাছেই আছে। বাবা বসে বোঝান, ভগবান কার সাথে কথা বলেন ? নিজের বাচ্চাদের সাথে, আত্মাদের সাথে। বাচ্চারাও জানে আর বাবাও জানেন। আত্মা শরীর ছাড়া তো কিছুই শুনতে পারবে না। শরীর দ্বারাই শুনে থাকে। একমাত্র সৎসঙ্গ এটাই যেখানে পরমপিতা পরমাত্মা বসে বোঝান যত আত্মারা আছে, সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, কেননা ড্রামার চক্র এখন সম্পূর্ণ হতে চলেছে। এই কথা সম্পূর্ণ ভারতবাসীদের জন্য। বাবা আসেন এই ভারতেই আর ভারতবাসীদেরই বলেন — বাচ্চারা তোমরাই সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেছ। তোমরাই সত্যযুগে দেবী-দেবতা ছিলে। এখন শূদ্র হয়ে গেছ। পুনরায় তোমাদের ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনের মাধ্যমে দেবতা করে তুলি, অন্যদের কীভাবে শিক্ষা প্রদান করব। গীতাও ভারতের। প্রত্যেকের নিজ-নিজ গ্রন্থ আছে। ধর্ম পিতা যারা এসেছেন, তারা প্রত্যেকেই মানুষ। তাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের শরীর আছে। ইনি হলেন সমস্ত আত্মাদের নিরাকার পিতা, যিনি নলেজফুল। যাঁর মধ্যে ড্রামার আদি -মধ্য-অন্তের জ্ঞান রয়েছে। বাচ্চারা, বাবাকেই তোমাদের পড়াতে হবে কেননা তোমরাই আবার চক্রবর্তী রাজা হবে। সবাই তো মানুষ থেকে দেবতা হবে না। যারাই দেবী-দেবতা ধর্মের হবে তাদেরই কলম তৈরি হবে, যখন দেবী-দেবতা ধর্মের পূর্ণ রূপে স্থাপনা হবে তখন অন্যান্য মঠ, পন্থের বিনাশ হয়ে যাবে। সমস্ত আত্মাদেরকে বাবা ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। বাবা আসেন এই পতিত দুনিয়াতে, সবাইকে নিয়ে যেতে। বাচ্চারা জানে যে সহজ রাজযোগ আমরা কল্প পূর্বে শিখেছিলাম সেটাই আবারও শিখছি।

বিনাশ এগিয়ে এলে সবার চোখ খুলবে। এখন তো শুধুমাত্র তোমরাই নিশ্চিত যে পরমপিতা পরমাত্মা এই শরীরে প্রবেশ করেন। গেয়েও থাকে গাইড বা লিবরেটর(মুক্তিদাতা) আসবেন-যিনি সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে নিয়ে যাবেন। এই যে ব্রহ্মা-ওনার মধ্যেই পরমপিতা পরমাত্মা প্রবেশ করেন। ইনি কত বড় ব্যক্তিত্ব তবে ! বাচ্চারা তোমাদের এমনই ঈশ্বরীয় নেশায় বুঁদ হওয়া উচিত যে বাবা আমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন। তিনি বলেন আমাকে স্মরণ কর। এতখানি রিগার্ডের সাথে খুব কমজনই দেখে। ভগবানের কত বড় মহিমা। তিনি সর্বশক্তিমান। দ্বিতীয় আর কারো এমন মহিমা নেই। এতটাই রিগার্ড বাচ্চারা তোমাদের রাখা উচিত। যখন তোমরা সংগঠনে বস তখন ভালোভাবে স্মরণ থাকে কিন্তু যখন এখানে-ওখানে যাও তখনই স্মরণে থাকা মুশকিল হয়ে পড়ে। প্রতি মুহূর্তে নিজেকে দেহী-অভিমানী স্থিতিতে স্থিত রাখতে পারলেই বাবাকে স্মরণ করতে পারবে। এমন বাবার সাথে রিগার্ড রেখে চলা উচিত। কিন্তু বাবা অতি সাধারণ হওয়ার কারণে সেই রিগার্ড (সম্মান) থাকে না। বুঝতে পারে যে বাবা কালেরও কাল, এই শিববাবা যাঁকে তোমরা বাপদাদা বলে থাকো তিনি সবাইকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। বাবা উচ্চ থেকে উচ্চতর ভূমিকা পেয়েছেন, যাঁকে সম্পূর্ণ দুনিয়া স্মরণ করে। আত্মা কি, কেউ-ই এই ব্যাপারে বলতে পারে না। বলে থাকে লিঙ্গ, পূজাও শিবলিঙ্গেরই হয়ে থাকে। আমরাও লিখে থাকি জ্যোতির্লিঙ্গম। কিন্তু বাস্তবে সেটা এতো বড় নয়। ইনি হলেন নক্ষত্রের মতো। এনার মধ্যেই সম্পূর্ণ পার্ট সঞ্চিত থাকে। এটাও কারো বুদ্ধিতে নেই। যখন শুনবে আত্মা নক্ষত্রের মতো, পরমাত্মাও নক্ষত্র সদৃশ তখন অবাক হয়ে যাবে যে ইনি কত শক্তিশালী এনার (ব্রহ্মা) মধ্যে পরমাত্মা প্রবেশ করেন। যিনি সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকেন, তাঁর মধ্যে বসেই সম্পূর্ণ নলেজ দিয়ে থাকেন যে তোমরা সবাই আত্মা। তোমাদের ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। আমাকে স্মরণ করলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। বাচ্চারা এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এসেছে যে আত্মা কত ছোট বিন্দু। তার মধ্যে ৮৪ জন্মের

পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে সময়ানুসারে যার পুনরাবৃত্তি হবেই। কিন্তু সবচেয়ে উচ্চ পার্ট হলো শিববাবার, যেমন ড্রামায় রাজা-রাণীর উচ্চ পার্ট থাকে তাইনা। এই ড্রামাও পূর্ব নির্ধারিত যার পুনরাবৃত্তি হবেই আর বাচ্চারা তোমরা এটাও জানো উচ্চ থেকে উচ্চতর বাবার ভূমিকাও উচ্চতর। তোমাদের বুদ্ধিতেও সম্পূর্ণ অনন্ত ড্রামার ধারণা হয়েছে। সুপ্রিম সোল বাবা কীভাব সাধারণ শরীরে প্রবেশ করেন। শাস্ত্রে তো অর্জুনের রথকে ঘোড়ার গাড়ি বানিয়ে দিয়েছে। রথের অর্থ কত বড়। ইনি (ব্রহ্মা) হলেন শিববাবার রথ। পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং বলছেন আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের সব ব্যাখ্যা করি। এই জ্ঞানের কথা কোনও শাস্ত্র ইত্যাদিতে নেই। শিববাবা ব্রহ্মা শরীরে প্রবেশ করেন। সম্পূর্ণ নতুন বিষয় হওয়ার কারণে কারো বুদ্ধিতেই বসে না। এখন বাবা বলছেন বাচ্চারা দেহী-অভিমানী হও। তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন, তাঁকেই স্মরণ করতে হবে, তিনি এই শরীরে বসে আছেন। এনাকে তো তোমরা দাদা বলতে। এই বাপদাদা দুজনেই কম্বাইন্ড রূপে আছেন। তোমরা বাপদাদা বলে থাকো তাইনা। প্রথমে বাবা তারপর দাদা। আবার ইনিই (ব্রহ্মা) তোমাদের মা। এই গুহ্য বিষয় তিনি বুঝিয়ে বলেন। ইনি হলেন ব্রহ্মপুত্র নদী। সাগর নন। সবচেয়ে বড় নদী এনাকেই বলা হয়। তারপর সরস্বতী। তোমরা হলে জ্ঞান সাগর থেকে নির্গত জ্ঞানের গঙ্গা। ওরা (ভক্তি মার্গে) তারপর চিত্র তৈরি করেছে। ব্রহ্মপুত্র কোথা থেকে নির্গত হয়েছে, ওরা কিভাবে জানবে। এরপর সিন্ধু সরস্বতীর নামও আছে। কিছু না কিছু অল্প-স্বল্প অনেক শাস্ত্রতেই আছে। আত্মাই পবিত্র, আত্মাই পতিত হয়। শরীরের জন্য এ'কথা বলা হয় না, আত্মার জন্যই বলা হয়। এই সময় প্রায় সবাই পতিত হয়ে গেছে। কারো শরীর পবিত্র নেই। সবাই পাপ আত্মা। সবচেয়ে বেশি পুণ্য আত্মা তোমরাই হও। সবকিছুই শিববাবাকে সমর্পণ করে থাকো। এমন অনেকেই আছে যারা একটা-একটা করে সারেন্ডার করিয়ে থাকে। লোভকে সারেন্ডার (ত্যাগ) কর ,অমুক জিনিস ত্যাগ কর। এখানে তোমরা যখনই বাবার হয়ে গেছ, তখনই সবকিছু বাবার কাছে সারেন্ডার করে দাও। বাবা তারপর উপহার দিয়ে থাকেন। যে যত শ্রীমৎ অনুসারে চলে, সারেন্ডার করে সে ততই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে। প্রধান কথাই হলো শিববাবাকে স্মরণ করা। শিববাবা এখানে আসেন ঈশ্বরীয় জ্ঞান প্রদান করতে। সারাদিন তো এনার মধ্যে বসে থাকবেন না। সেকেন্ডের বিষয়। তোমরা স্মরণ করবে আর তিনি এসে যাবেন। তোমরা মনে কর যে বাবা সবসময় এনার মধ্যে রয়েছেন, কিন্তু তিনি নিজেই ভুলে যান। এই সময় বাবা স্বয়ং বলছেন আমি সবাইকে নিয়ে যেতে এসেছি। বিবেকও বলছে বিনাশ তো অবশ্যই হবে। এখন মনুষ্য সংখ্যা অধিক হয়ে গেছে। বিনাশের জন্য জোরদার প্রস্তুতিও চলছে, এটাও তোমরা জানো। যদিও সবাই বলে থাকে বিনাশ তো হবেই কিন্তু তারপর কি হবে, এটা কেউ জানেনা। তোমাদের মধ্যেও নম্বরানুসারে জানে যে বাবা এসেছেন, রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। আমরাও বাবার সাথে সার্ভিসে সহযোগ দিচ্ছি। তিনি কাঁটাকে ফুল বানাচ্ছেন। ভক্তি মার্গের ওরা তো বাবাকে জানেই না। যদি বলে যে শাস্ত্র পড়লে পরমাত্মার সাথে মিলিত হওয়ার পথ পাওয়া যায়, তবে তো সেখানে পৌঁছে যাওয়া উচিত। কিন্তু বাবা বলেন পরমধামে কেউ-ই ফিরে যায়নি। কেউবা মনে করে নতুন দুনিয়াতে সবকিছুই নতুন রূপে উৎপন্ন হবে। দুনিয়াতে অনেক মত-মতান্তর আছে। বাবা বলেন এ'সবই অসত্য। সত্য বলেন একমাত্র বাবা। বলাও হয়ে থাকে সত্ শ্রী অকাল মূর্ত। সমস্ত আত্মারা অকাল মূর্তি (অমর, অবিনাশী)। সুতরাং সত্ শ্রী (সত্য, সুন্দর) অকাল মূর্ত একজনই। বাকি সবই অসত্য অর্থাত্ মিথ্যা। সত্য, জ্ঞানের বিষয় প্রসঙ্গেই বলা হয়ে থাকে। ঈশ্বর সম্পর্কে যে জ্ঞান দিয়ে থাকে সে'সবই মিথ্যে। ঈশ্বরীয় নলেজ একমাত্র ঈশ্বরই এসে দিয়ে থাকেন। বাচ্চারা তোমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে এই ড্রামা সম্পূর্ণ হতে চলেছে, এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে। যখন নাটকের শেষ পর্ব চলে তখন কলাকুশলীরা বুঝতে পারে এখন নাটক শেষ হতে চলেছে এবার আমরা সবাই ঘরে ফিরে যাব। আমরাও সবাই অ্যাক্টর্স যখন আমাদেরও নলেজ সম্পর্কে জানা উচিত যে এখন অল্প কিছু সময় অবশিষ্ট আছে। বাবা এসেছেন আমরা সমস্ত আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু কবে নিয়ে যাবেন, এই ব্যাপারে কিছু বলেন না কেননা এটাই ড্রামা। হঠাৎ করেই সবকিছু ঘটতে থাকবে। যতটুকু সম্ভব অন্যদেরও এই বিষয়ে বোঝাতে হবে। ওরা এতো বুঝতে পারে না যে এটাই সঠিক - কিন্তু যে বলছে সে তো অবশ্যই বুঝতে পারছে তবেই তো বলছে না ? বাচ্চারা তোমাদেরকে বোঝাতে হবে - লৌকিক বাবার কাছ থেকে তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে উত্তরাধিকার নিয়ে আসছ। এখন অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ কর। তীর তাদেরই লাগবে যারা কল্প পূর্বে নিয়েছিল। বাচ্চারা তোমরা প্রতি মুহূর্তে স্মরণ কর যে আমাদের শান্তিধামে যেতে হবে। গভর্নমেন্টের সার্ভেন্ট ৮ ঘন্টা সার্ভিস করে, তোমাদেরও ৮ ঘন্টা এই স্মরণের যাত্রাকে বৃদ্ধি করতে হবে। শেষে তোমরা ৮ ঘন্টা এই সার্ভিসে থাকবে তবেই সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে পারবে। সবাই তো করতে পারবে না। যদিও কেউ তীব্র পুরুষার্থ করে থাকে কিন্তু তারপরও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। লক্ষ্য বড় কঠিন।

বাচ্চারা তোমরা জানো বাবাকে সমস্ত আত্মাদের নিয়ে যেতে হবে। কখনো কখনো ব্রহ্মারও খেয়াল হয় যে এখন তো সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাবার সংস্কার এনার মধ্যে ভর্তি করতে থাকেন। ইনিও (ব্রহ্মা বাবা) পুরুষার্থী। এখন

খেলা সম্পূর্ণ হতে চলেছে, সবাইকে ফিরে যেতে হবে, যদি এটাও কেউ স্মরণ করে তো একে বলা হয় মন্মনাভব।

তোমরা বাচ্চারা এখন সামনে বসে আছ। সামনে বসে শুনলে মনে ছাপ পড়ে যায়। মুহূর্তে-মুহূর্তে স্মরণ কর যে এখন ফিরে যেতে হবে। তোমাদের মৃত্যু ভয় শেষ হয়ে গেছে। মরতে কখনও দ্বিধা করা উচিত নয়। দেহী-অভিমানী হতে হবে। দেহী-অভিমানী ভালো সার্ভিস করতে পারবে। জ্ঞানী আত্মার প্রয়োজন। প্রদর্শনীতে ধ্যানীর সার্ভিস নয়, জ্ঞানীর প্রয়োজন। বাবার সমান জ্ঞানী আত্মাই হল বাবার প্রিয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নতুন রাজধানী নির্মাণের জন্য বাবার সার্ভিসের সহযোগী হতে হবে। কাঁটাকে ফুল বানানোর সেবা করতে হবে।

২) কমপক্ষে ৮ ঘন্টা স্মরণের যাত্রায় থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। মৃত্যুকে ভয় পেও না, কেননা বুদ্ধিতে আছে "এখন ঘরে যেতে হবে"।

বরদানঃ- নিজেকে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী মনে করে সব সাধারণত্বকে সমাপ্তকারী পরম এবং শ্রেষ্ঠ ভব

যেমন বাবা পরম আত্মা, তেমনই বিশেষ ভূমিকা পালনকারী বাচ্চারাও প্রতিটি বিষয়ে পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। চলতে-ফিরতে, আহার আর পানীয় গ্রহণ করতে করতে বিশেষ পার্টধারী মনে করে ড্রামার স্টেজে ভূমিকা পালন কর। প্রতিটি কর্ম করার সময় নিজের ভূমিকার প্রতি যেন অ্যাটেনশন থাকে। বিশেষ পার্টধারী কখনোই অলস হতে পারে না। যদি হিরো অ্যাক্টর সাধারণ অ্যাক্ট করে তবে সবাই হাসবে। সেইজন্যই প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি সঙ্কল্প সব সময় যেন বিশেষ হয় সাধারণ না নয়।

স্লোগানঃ- নিজের বৃত্তিকে শক্তিশালী করতে পারলে সেবাতে বৃদ্ধি স্বতঃতই হবে।

মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য- "নিরন্তর স্মরণ অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন স্মরণ থাকা"

দেখো, পরমাত্মার আদেশ হচ্ছে আমাকে নিরন্তর স্মরণ কর - এখন নিরন্তর শব্দের রহস্যকে বুঝতে হবে। নিরন্তর বলা হয় তাকে যার মধ্যে কোনো অন্তর নেই, একটানা যোগ, যা কখনো খন্ডিত না হয়, তাকে অটুট যোগও বলা হয়। পরমাত্মা প্রতিজ্ঞা করছেন, যদি আমাকে নিরন্তর স্মরণ কর তাহলে আমি তোমাদের করা অতীতের পাপ কর্মকে ভস্ম করে দেব। সুতরাং এই সেই জ্ঞান অগ্নি যাতে বিকর্ম দগ্ধ হয়। এই বাবা ধর্মরাজও, যিনি সাজা দিয়ে বিকর্ম বিনাশ করতে পারেন। তাহলে বাবার ভালবাসার সাথে তা করবার নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো পদ্ধতি আছে। সুতরাং যারা প্রাকটিক্যাল ভাবে তাঁর বাচ্চা হয়েছে, তাদের প্রতি বাবার আদেশ বাচ্চারা - মন্মনাভব, নিরন্তর আমাকে স্মরণ করলে তোমরা বিকর্মাজিত হতে পারবে, ধর্মরাজের শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে। পরমাত্মার কাছে বিকর্ম বিনাশ করার দুটি উপায় আছে - এক হচ্ছে শাস্তি দিয়ে পবিত্র করে তোলার উপায়, দ্বিতীয় হল যোগের দ্বারা পবিত্র হওয়ার উপায়, যার দ্বারা পাপ নাশ হয় আর জীবনমুক্তির পদ প্রাপ্ত হয়। দুঃখের আবাগমন (আসা - যাওয়া) থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পরমাত্মার স্মরণ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;